121

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭......

এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী

এসএসসি পরীক্ষায় এবার এক ধরনের সুবিধা শেষ। তার পরিণতি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পাঁচশ প্রশ্নের প্রশ্ন–ব্যাংকের সুবিধা পাবে। পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রতিপত্রে পাস নম্বর পেতে হবে না। কোন বিষয়ে দুটি পত্রে পরীক্ষা হলে দুটি পত্রের নম্বর যোগ করলে পাস নম্বর হলে উত্তীর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে। আগামী বছর থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে বইয়ের যে কোন অংশ থেকে। এ বছর পর্যন্ত বোর্ড প্রকাশিত বইয়ের সম্ভাব্য পাঁচশ প্রশ্নের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্ন সীমিত থাকবে। আগামীবার থেকে এ সুবিধা শেষ।

পরীক্ষার এ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সকল মহলে এবং এর এক দুঃখজনক প্রতিফলন দেখা গেছে ১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায়। ১৯৯২ সালে পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৯২ সালে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সকল বোর্ডের পরীক্ষায় দেখা যায় লেটার আর স্টারের ছড়াছড়ি। এ সকল ছাত্রছাত্রীরাই ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এবার দেখা যায় উল্টো ফল। পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাস। অসংখ্য লেটার, স্টার পাওয়া ছাত্রছাত্রীর নামই নেই পরীক্ষার ফলাফলের তালিকায়। ১৯৯২ সালে বোর্ডের মেধা তালিকার অনেক ছাত্রছাত্রীও এইচএসসি'র গন্ডী পার হতে পারেনি। কারণ এইচএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন আসে না। টিক মার্কের সুবিধা নেই।

১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় যে এসএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি কিছুটা হলেও পাল্টাতে হবে। এ কথা সত্য যে এ ধরনের প্রস্তাবনা পূর্বেও ছিল। কিন্তু এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর আচরণে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত পুরান পদ্ধতি চালু রাখতে হচ্ছে এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনো মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এ পদ্ধতি শেষ হওয়ার আশংকায় গ্রাম–গ্রামান্তরে, শহর–বন্দরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৯৯৫ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করার সহজ সুবিধা নেবার। খবরে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়ে এবার নবম এবং অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্র নেই বললেই চলে। সকলে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী হওয়ার চেষ্টা করছে। আর এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী ও কিছু কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে যশোর বোর্ড হতে জানান হয়েছে, তাদের ১ লাখ ৫৯ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী আদৌ এ সেশনের পরীক্ষার্থী নয়। এরা অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পরীক্ষার্থী সেজেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা সামাধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন।

তবে ঘটনাটি শুধুমাত্র যশোর বোর্ডেই ঘটছে তা মনে করার নিশ্চয়ই কারণ নেই। বেশ কিছুদিন আগে এ নিয়ে অন্যান্য বোর্ডের খবরও প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সর্বত্রই একটি সহজে পরীক্ষায় পাস করার ফিকির চলছে ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র করে এবং সকল মহলই অবহিত এ ব্যাপারে। তাই আশা করা অন্যায় হবে না যে সকলেই চেষ্টা করে এই অশুভ তৎপরতা রুখবেন—দয়া করে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষাকে তামাশায় পরিণত করবেন না।